ঈমান ভঙ্গের কারণ ১০টি

১। আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা। [সূরা মায়িদাহ:৭২, সূরা লোকমান:১৩]

২। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে অন্য কাউকে (দু'আ, সুপারিশ ও পরিত্রাণের) মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করা।

[সূরা ইউনুস:১৮, সূরা যুমার:৩]

৩। মুশরিকদের কাফির মনে না করা, তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা।
[সূরা বাকারা:২৫৬, সূরা মায়িদাহ:৫১]

৪। রাসূল (সা.) এর আনীত দ্বীন ব্যতীত অন্য কোনো মতবাদকে উত্তম মনে করা। [সূরা নিসা:৬৫, সূরা মায়িদাহ:৩]

৫। ইসলামের কোনো বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। [সূরা মুহাম্মদ:৮ ও ৯, সূরা বাকারা:২১৬]

৬। দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা- বিদ্রুপ করা। [সূরা নিসা:১৪০, সূরা তাওবাহ:৬৫ ও ৬৬]

৭। জাদু (ব্লাক ম্যাজিক) করা, অথবা জাদু কর্মে জড়িত থাকা (ক্ষতি/উপকারের জন্য)। [সূরা বাকারা: ১০২, সূরা ত্বহা:-৬৬]

৮। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। [সূরা মায়িদাহ:৫১, সূরা নিসা: ১০৯]

৯। কাউকে শরীয়তের আওতার বাইরে মনে করা। [সূরা আলে ইমরান:৮৫, সূরা সাবা:২৮]

১০। দ্বীন জানা ও মানা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হওয়া। [সূরা সাজদাহ:২২, সূরা ত্বহা:১২৪]।

ঈমান নবায়নের পদ্ধতিঃ

(ঈমান ভঙ্গের যেকোনো একটিতে পতিত হলে নিম্নোক্ত কাজগুলো পরিপূর্ণভাবে
পালনের মাধ্যমে ঈমান নবায়ন করতে হয়।)

১। বিশুদ্ধ তাওবাহ করাঃ (তওবার পদ্ধতি)।

* কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। * দ্রুত পাপ থেকে বিরত হওয়া। * পুনরায় সে পাপে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। * বেশি বেশি ইস্তিগফার করা। * কালিমা পাঠ করা।

২। বেশি বেশি নিম্নের দু'আ পাঠ করাঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

("হে আল্লাহ! আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই
এবং অজ্ঞতাসারে শিরক হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।") [সহীহ জামী-২৮৭৬]

নামাজ ভঙ্গের কারণ ১৯ টি

১। নামাযে অশুদ্ধ পড়া।

২। নামাযের ভিতর কথা বলা।

৩। কোন লোককে সালাম দেয়া।

৪। সালামের উত্তর দেয়া।

৫। উহঃ আহঃ শব্দ করা।

৬। বিনা ওজরে কাশি দেয়া।

৭। আমলে কাছীর করা।

৮। বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া কাদা।

৯। তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলিয়া থাকা।

১০। মুক্তাদি ব্যতীত অপর ব্যক্তির লুকমা নেয়া।

১১। সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া।

১২। নাপাক জায়গায় সিজদা করা।

১৩। ক্বিবলার দিক হইতে সীনা ঘুরিয়া যাওয়া।

১৪। নামাযে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া।

১৫। নামাযে শব্দ করিয়া হাসা।

১৬। নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছুর প্রার্থনা করা।

১৭। হাচির উত্তর দেয়া।

১৮। নামাযে খাওয়া ও পান করা।

১৯। ইমামের আগে মুক্তাদী দাঁড়ানো।

সৌজন্যে: IOM কুরআন প্রতিযোগিতা: ২০২৬